নির্বাহী সারাংশ

স্থানীয়করণ বাস্তবায়ন:

মানবিক কার্যক্রমে রিস্ক শেয়ারিং বা ঝুঁকির ভাগাভাগি করা বাংলাদেশ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ

CHA
CENTRE FOR HUMANITARIAN ACTION

দারিনা পেলোস্কা I জোহানা ফিপ

ডিসেম্বর ২০২৩

মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে নানাবিধ ঝুঁকি বিদ্যমান রয়েছে। এই বহুমুখী ঝুঁকির মধ্যে নিরাপত্তাজনিক ঝুঁকি, আইনি বাধ্যবাধকতা ও পরিচালনা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা, ডেটা ও তথ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকির পাশাপাশি নৈতিক ও সুনামগত ঝুঁকিসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যদিও ক্রমবর্ধমান মানবিক কার্যক্রমের সংগঠনগুলো এইসকল ঝুঁকিগুলো পদ্ধতিগতভাবে মূল্যায়ন এবং পরিচালনা করে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা এই ঝুঁকিসমূহ এককভাবে মোকাবিলার চেষ্টা করে। এই ধরনের এক কেন্দ্রীক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সার্বিকভাবে মানবিক সহয়তা কার্যক্রম ও বিতরণ প্রক্রিয়াকে ঝুঁকির মুখে/ ক্ষতির মুখে ফেলতে পারে। এই ধরনের উদ্বেগসমূহ মোকাবেলা করার জন্য রিস্ক শেয়ারিং প্লাটফর্ম (২০২৩) সাম্প্রতিক সময়ে একটি ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করেছে যা মানবিক কার্যক্রমে ঝুঁকি নিরূপণ করার জন্য সামষ্টিক এপ্রোচের/পদ্ধতির পরামর্শ দিয়েছে। যদিও এই কাঠামোর ব্যবহারিক প্রয়োগ অনেক মানবিক সংঠনের জন্য অনেক চ্যালেঞ্জিং।

Risk Sharing means to respond to the variety of risks emerging in humanitarian projects in the collective interest.

তবে এই ব্যাপারে একমত যে ঝুঁকি শেয়ারিং বা ঝুকি ভাগ-ভাগি সমতাভিত্তিক অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এই গবেষণাপত্রে দাতাসংস্থা, আন্তর্জাতিক এনজিও এবং স্থানীয় সংগঠনগুলোর বাংলাদেশের সমতা-ভিত্তিক অংশীদারিত্ব ক্ষেত্রে ঝুঁকি ভাগাভাগির অভিজ্ঞতা ও মতামত নেওয়া হয়েছে।এই গবেষণায় যদিও রিস্ক শেয়ারিং ফ্রেমওয়ার্কের পুরোপুরি বাস্তবায়নের উদারহরণগুলো শেয়ার করা হয়নি কিন্তু স্টেকহোল্ডার বা অংশীজনরা কিভাবে এর নির্দিষ্ট দিকগুলো প্রয়োগ করে সে সম্পর্কে মূল্যবান অভিজ্ঞতা ও মতামত তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ

পরবর্তী পাতায় দেখানো হয়েছে রিস্ক ট্রান্সফার হলো এক প্রকার ঝুকি নিরূপণ ও কমানোর উপায়। রিস্ক শেয়ারিং অন্যদিকে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা চারটি পর্যায়ের বা ধাপের সম্মিলন । এটি এমন একটি গতিশীল এপ্রোচের অন্তর্ভুক্ত যেখানে দাতা, আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় সংগঠনগুলো সম্মিলিতভাবে মানবিক কর্মকান্ডের ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করে, বিশ্লেষণ করে, প্রশমিত করে এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে যেগুলো এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না।

বাংলাদেশে সমতাভিত্তিক অংশীদারিত্বে, ঝুঁকি ভাগাভাগি প্রধানত প্রকল্প ভিত্তিক ঝুঁকি সনাক্ত-করণ/চিহ্নিতকরণ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিরোধমূলক ঝুঁকি প্রশমনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। ওয়াকর্শ সেটিং এর মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে ঝুঁকি রেজিস্টার তৈরি করে আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় উভয় সংস্থাই সফলতা পেয়েছে। যেখানে তারা সামষ্টিক ঝুঁকি সম্পর্কে একমত একই ধরনের বোঝাপড়া ও ধারণায় পৌছাতে সক্ষম হয়েছে। দাতাদের এই ধরনের কর্মশালা ও অনুশীলনে অংশগ্রহণ করাতে পারলে ভালো উপকার পাওয়া যাবে। দাতা, আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় সংস্থাগুলর মধ্যে যৌথ প্রতিরোধমূলক ঝুঁকি প্রশমন কার্যক্রমের মধ্যে আমরা উদাহরণস্বরূপ, নিরাপত্তা, অর্থবীমা এবং সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম, কমপ্লায়েন্স ট্রেনিং এবং ফ্লেক্সিবল ফান্ডিং মেকানিজম এর কথা বলতে পারি।

যাইহোক, কিছু দাতাসংস্থা জনগনের কাছে তাদের কার্যক্রমের ন্যায্যতা দেওয়ার সময়, সতর্কতার সাথে এই ক্ষেত্রেও দায়িত্বগ্রহণ করতে শুরচ করে। দাতাদের এই দায়িত্ব নেওয়ার জন্য, ঝুঁকির ঘটনা অবশ্যই অনিচ্ছাকৃত এবং চ্যালেঞ্জিং মানবিক প্রেক্ষাপট তৈরি করে। দৃঢ় প্রতিরোধমূলক ঝুঁকি প্রশমনের ব্যবস্থা আগে থেকেই হওয়া উচিত ছিল এবং অংশীদারদের অবশ্যই ঘটনার বিবরণ অবিলম্বে এবং সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে হবে। যাইহোক, এই দাতা অনুশীলনটি শূন্য সহনশীলতা নীতির (জিরো টলারেন্স) সাথে সহ-অবস্থান করে যা পরিস্থিতি নির্বিশেষে যে কোন ঝুঁকির ক্ষেত্রে অংশীদারদের জন্য কঠোর শাস্তি নির্দেশ করে। অতএব এইটা অপরিহার্য যে, দাতারা তাদের নিজেদের এপ্রোচগুলো স্পষ্টভাবে তাদের অংশীদারদের সাথে যোগাযোগ করে অবগত করবে।

মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি বৃহত্তর স্বার্থে সামগ্রিকভাবে মোকাবেলা করাকে রিস্ক শেয়ারিং বা ঝুঁকি ভাগাভাগি বলে।

বাংলাদেশে থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, সফল রিস্ক শেয়ারিং বা ঝুঁকি ভাগ-াভাগি করার জন্য তিনটি পূর্বশর্ত পূরণ করা প্রয়োজনঃ আস্থা, সমতা ও পারস্পারিকতা, এবং পর্যাপ্ত সম্পদ। আস্থা অর্জন করার জন্য স্বচ্ছ, উন্মুক্ত ও নির্ভরযোগ্য অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ স্থাপন করা যেতে পারে, যেখানে ত্রূটি এবং চ্যালেঞ্জগুলি প্রকাশ করার ফলে নেতিবাচক পরিনতি হয় না। ঝুঁকি সম্পর্কিত সচেনতার প্রয়োজন। সমতা ও পাসস্পারিকতা স্বতন্ত্র ব্যক্তি এবং সাংগঠনিক সংস্কৃতির দ্বারা সহজতর হয় যা শ্রেনীবদ্ধ কাঠামো থাকা সত্ত্বেও প্রয়োগ করা যায়। যদিও এই ধরনের সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখতে পর্যাপ্ত সম্পদের প্রয়োজন হয় ।

এই পূর্বশর্তগুলো পূরণ করার ক্ষেত্রে এই গবেষণাপত্রটি এজাইল গভার্নেন্স এবং ম্যানেজমেন্ট কাঠামো বাস্তবায়নের পক্ষে সমর্থন করে। একটি দল ভিত্তিক এপ্রোচ গ্রহণ করে এবং বিদ্যমান স্তরবিন্যাস সমান করে, এই কাঠামোগুলো সমতা, পারস্পারিকতা এবং সম্মিলিত জবাবদিহিতা প্রচার করে। পুনরাবৃত্তিমূলক ব্যবস্থাপনা শৈলী আরোও নিয়মিত বিনিময়, অভিযোজনযোগ্যতা এবং শেখার সংস্কৃতি, বিশ্বাস এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করে।

প্রধান প্রধান বিবেচ্য বিষয়মূহ

১. ঝুঁকি ভাগাভাগি বা রিস্ক শেয়ারিং সকল উপদান বা ধাপ এখনই সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করতে হবে বিষয়টি এমন না। এটি আংশিকভাবেও শুরু করা যেতে পারে।

২. উল্লেখিত ধাপগুলোর মধ্যে যৌথ ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং প্রতিরোধমূলক ঝুঁকি প্রশমন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের সহজ। উদাহরণস্বরূপ, রিস্ক রেজিস্টার দাতাদের জড়িত করা এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা তৈরি, বাস্তবায়ন এবং অর্থায়নের সহযোগিতামূলকভাবে জড়িত হওয়া।

৩. সফলভাবে ঝুঁকি ভাগাভাগি আস্থা, বিশ্বাস, পারস্পারিকতা এবং পর্যাপ্ত সম্পদ নিশ্চিত করবে।

৪. আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করা সম্ভবঃ

- ব্যক্তিগত ঝুঁকি সচেতনতা এবং প্রতিরোধমূলক ঝুঁকি প্রশমনের কার্যকরভাবে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যম।

-অনানুষ্ঠানিক ও ঝামেলামুক্ত তথ্য আদান-প্রদান যেখানে চ্যালেঞ্জগুলো প্রকাশ করার জন্য কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না।

-কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন এবং সম্মিলিত ঝুঁকি মোকাবেলা এপ্রোচ অনুযায়ী কাজ করার জন্য কার্যকর নিভরযোগ্যতা।

৫. সমতা এবং পারস্পারিকতা তৈরি হয় ব্যক্তিগত এবগ সংঠনের সংস্কৃতির উপর যেখানে এইসকল বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, যেখানে বিদ্যামান শ্রেনীবদ্ধ কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে।

৬. পর্যাপ্ত সম্পদ পর্যাপ্ত ব্যক্তিগত অর্জনের সাহায্য করে যার মাধ্যমে বিভিন্ন সকটাপন্ন অবস্থায়ও সম্মিলিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা যায়।

৭. এই অবস্থায় যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশাসন ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো যেখানে দাতা আন্তর্জাতিক এবং স্থানীয় সংগঠনগুলোর মধ্যে স্তরবিন্যাসকে সমতল করে, সম্মিলিত জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে এবং নিয়মিত বিনিময় এবং শেখার সংস্কৃতিকে লালন করে। এজাইল মানবিক কার্যক্রম এই সকল গুণাবলি নিশ্চিত করতে পারে, যেখানে সার্বিক ঝুঁকি শেয়ারিং এর মাধ্যমে চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করা যায়।

গবেষণার পদ্ধতিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

এই গবেষণার বিশ্লেষণে মানবিক কার্যক্রমে ঝুঁকি ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ধারনাটি নিরূপণ করার জন্য সংক্ষিপ্ত লিটারেচার রিভিউ করা হয়েছে। ঝুঁকি ভাগাভাগি বা রিস্ক শেয়ারিং এর ব্যবহারিক প্রয়োগের থেকে অভিজ্ঞতা ও ধারণা নেওয়ার জন্য ৩৬ টি আধা-কাঠামোগত

সাক্ষাতকার এর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। সাক্ষাতকার নেওয়া হয়েছে দাতা সংস্থার প্রতিনিধি, আন্তর্জাতি এনজিও , জাতিসংঘ এবং স্থানীয় সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিদের সাথে যারা প্রত্যেকেই নিজেদেরকে সমতাভিত্তিক অংশীদারিত্বে অংশগ্রহণকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

© Centre for Humanitarian Action, December 2023.
দারিনা পেলোস্কা (Darina Pellowska) সেন্টার ফর হিউম্যানিটারিয়ান Centre for Humanitarian Action (CHA) এর রিসার্চ ফেলো এবং Ruhr University Bochum (RUB) এর ইন্টারন্যাশনাল ল অফ পিস এন্ড আর্মড কনফ্লিক্ট ইন্সটিটিউড (আইএফএইচভি) এর ডক্টরাল গবেষক। জোহানা ফিপ (Johanna Fipp) সেন্টার ফর হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাকশন Centre for Humanitarian Action (CHA) এর সহাকারী গবেষক এবং Freie Universität Berlin এ জিউগ্রাফিকাল ডেভেলমেন্ট স্টাডিজে মাস্টার্স করছেন।

CHA CENTRE FOR HUMANITARIAN ACTION
Centre for Humanitarian Action e.V.
Wallstrasse 15a
10179 Berlin
+49 (0)30 2864 5701
info@chaberlin.org
www.chaberlin.org